রোগী দেখার ক্ষেত্রে ডাক্তারদের জন্য শরয়ী নীতিমালা

আলোকিত প্রকাশনী

রোগী দেখার ক্ষেত্রে ডাক্তারদের জন্য শরয়ী নীতিমালা

লেখকবৃন্দ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসায়মীন রহিমাহুল্লাহ,
শায়খ মুহাম্মাদ বিন উমার বাযমূল ও
শায়খ মুহাম্মাদ আলী ফারকূস হাফিযাহুমাল্লাহ

অনুবাদকবৃন্দ

মুহাম্মাদ হুসায়নুল ওয়ালিদ প্রধান
নাসরুল্লাহ তাওহীদ
ইয়াকুব বিন আবুল কালাম

রোগী দেখার ক্ষেত্রে ডাক্তারদের জন্য শরয়ী নীতিমালা

প্রকাশনায়

আলোকিত প্রকাশনী

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্‌রাসা মার্কেট (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: +৮৮০ ১৭৪৭ ৩৭০৭২৭, +৮৮০ ১৭৫৫ ১৬০৫৭৫

ইমেইল: alokitoprokashonibd@ gmail.com, ওয়েবসাইট: alokitomart.com

ISBN: 978-984-29185-0-6

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২৫

অনলাইন পরিবেশক

alokitomart.com, রকমারি,
ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া)
TazeemShop.com, Sunnah Bookshop, Anaaba Books,
tawheedpublicationsbd.com,
Darus Sunnah Shop, mmshopbd.com, ihyaussunnah.com

পৃষ্ঠাসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা-১২১২, ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

প্রচ্ছদ: আলোকিত প্রকাশনী টিম

মূল্য: ১৫৬.০০ টাকা মাত্র

SHARI'AH GUIDELINES FOR DOCTORS IN TREATING PATIENTS, Writen by Abu abdullah abdul Halim bin Mohiuddin Najirpuri, Edited by Shykh Abdullah Sahed al-madani, Published by Alokito Prokashoni, Bangla Bazar, Dhaka. Price: BDT 156, USD: $ 5 Only.

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৭
বই ও অনুবাদ পরিচিতি ১০

বই : মুসলিম চিকিৎসকের আখলাক কেমন হওয়া উচিত?

ভূমিকা ১৬
চিকিৎসা পেশার মর্যাদা/ফজিলত ১৭
চিকিৎসার ফজিলতের অন্যান্য দিক: ১৯
চিকিৎসাশাস্ত্র শেখার বিধান ২০
মুসলিম চিকিৎসকের আদব ২৩
উপসংহার (الخاتمة) ৩৮

বই : মুসলিম চিকিৎসকের পথনির্দেশনা

(রোগী দেখতে আবশ্যকীয় শরয়ী নীতিমালা নিয়ে রচিত)

প্রারম্ভিকা ৪০
চিকিৎসা বিদ্যার হাকিকত ও তার হুকুম ৪৩
রোগী দেখার নিয়মাবলী ৪৫
ডাক্তারের ব্যক্তিগতভাবে পালনীয় বিধিবিধান ৪৯
উপসংহার ৬২

বই : মুসলিম চিকিৎসকের গাইড

ভূমিকা ৬৬
অসুস্থতার প্রকারভেদ ৬৬
কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ৭৫
প্রশ্ন-উত্তর পর্ব ৮১
পরিশিষ্ট - ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতীকসমূহ ১০৭
১. অ্যাসক্লেপিয়াসের লাঠিতে এপিডাউরাসের সাপ: ১০৮
২. এপিডাউরাসের সাপ সহ হাইজিয়ার পাত্র: ১০৮
৩. ক্যাডুসিয়াস: ১০৮

প্রকাশকের কথা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতিকে তাঁরই ইবাদত বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবাদতের সঠিকতা নিরূপণের জন্য দিয়েছেন শরীয়ত, বাস্তবে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষের মাঝ থেকেই নির্বাচন করেছেন একজন রাসূল। রাসূল ও তাঁর উম্মত যেহেতু সবাই মানুষ, তাই মানবীয় দুর্বলতা ও অবস্থাভেদে শারীরিক অক্ষমতা থাকাই স্বাভাবিক। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, রাসূল ﷺ অনেকবার বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। পূর্বের নবী রাসূলগণও একই অবস্থায় ছিলেন। আর এই শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্য মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলামে কয়েকটি দিক থেকে এর প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে:

(১) তাকলীফ,

(২) সওয়াব,

(৩) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি,

(৪) রোগ সেরে ওঠার উপায়।

তাকলীফ বলতে বোঝায়, তার উপর এই অসুস্থতার সময়ে বেশ কিছু আবশ্যকীয় ইবাদত বন্দেগী হয় পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয় নয়তো সাময়িকভাবে স্থগিত হয় আর নয়তো হালকা করা হয়। প্রথমটির উদাহরণ, হজ; দ্বিতীয়টির উদাহরণ, রোজা। তৃতীয়টির উদাহরণ, নামাজ। পাশাপাশি নফল ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছে শরীয়তে।

বই ও অনুবাদ পরিচিতি

১. শায়খ মুহাম্মাদ বিন উমার বাযমূল হাফিযাহুল্লাহর أخلاق الطبيب المسلم তথা "মুসলিম চিকিৎসকের আখলাক কেমন হওয়া উচিত?" পুস্তিকাটি একটি লেকচারের লিখিত রূপ। সংক্ষিপ্ততার মাঝে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তিনি।

এটি অনুবাদ করেছি আমি অধম ইয়াকুব বিন আবুল কালাম।

২. শায়খ মুহাম্মাদ আলী ফারকূস হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক লিখিত (মুসলিম চিকিৎসকের পথনির্দেশিকা) نصيحة إلى طبيب مسلم ضمن ضوابط شرعية يلتزم بها في عيادته। তিনিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন, তবে এটা পূর্বেরটার চেয়ে কিছুটা দীর্ঘ। এটা আরবী থেকে অনুবাদ করেছে শ্রদ্ধেয় ভাই নাসরুল্লাহ তাওহীদ।

৩. ইমাম ইবনু উসায়মীন রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রিয়াদস্থ স্পেশালাইজড মেডিকেল সেন্টারে (১৪/০৬/১৪২১ হি.) জীবনের সর্বশেষ দেওয়া লেকচার বলে পরিচিত إرشادات للطبيب المسلم (মুসলিম চিকিৎসকের গাইড)। এটি ইংলিশে অনুবাদ করেছেন জনৈক আবু সাহল ফাহাদ বারমেম (Abu Sahl Fahad Barmem) নামক ভাই।

টেলিগ্রামের একটি চ্যানেল থেকে এক ভাইয়ের সুবাদে বইটা আমরা পাই। ইংরেজি অনুবাদক ভাইটি অনুবাদের পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য আলেমদের থেকে বেশকিছু টীকা-টিপ্পনি যোগ করেছে। ফলে বইটা এক কথায় অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তো আমরা সেজন্যই এটাকে ইংরেজি থেকেই অনুবাদের সিদ্ধান্ত নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় মুহাম্মদ হুসায়নুল ওয়ালিদ প্রধান ভাইয়ের সাথে

أخلاق الطبيب المسلم

لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله

মুসলিম চিকিৎসকের আখলাক কেমন হওয়া উচিত?

মূল: শায়খ মুহাম্মাদ বিন উমার বাযমূল হাফিযাহুল্লাহ
ভাষান্তর: ইয়াকুব বিন আবুল কালাম

ভূমিকা

জেনে রাখুন, আমরা এখানে যে নৈতিকতার আলোচনা করব তা শুধু মুসলিম চিকিৎসকের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং এগুলো মুসলমানের সাধারণ নৈতিকতা, সে যেকোনো পেশায় থাকুক না কেন।

"চিকিৎসক" শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে বাস্তবতার সাথে মিল রেখে, কারণ আমি আজ এমন এক দলের সামনে কথা বলছি, যারা চিকিৎসক এবং মুসলিম। অতএব, শিরোনাম দেখে ভুল বোঝার অবকাশ নেই!

এখানে আপনি এমন কোনো নৈতিকতা খুঁজে পাবেন না যা চিকিৎসকের জন্য আলাদা করে নির্ধারিত—বরং, মুসলিমের সাধারণ নৈতিকতাই চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে—যা তাকে মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

"আখলাক" শব্দটি "খুলুক" শব্দের বহুবচন, অর্থাৎ চরিত্র, নৈতিকতা।

আখলাক হলো—মনের ভিতরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে বসা এমন একটি স্বভাব, যা কৃত্রিমতা ছাড়াই কোনো কাজ করতে উৎসাহিত করে।

যদি সেই কাজ শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় হয়, তবে তাকে বলা হয় "ভালো চরিত্র" (خلق حسن), আর যদি তা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হয়, তবে তাকে বলা হয় "খারাপ চরিত্র" (خلق سيء)।[১]

উদ্দেশ্য হলো, একজন চিকিৎসকের মধ্যে এই গুণগুলো এমনভাবে তৈরি হওয়া, যেন তা তার স্বভাবজাত রূপ ধারণ করে। কেননা, "সহনশীলতা আসে ধৈর্যচর্চা থেকে, আর জ্ঞান আসে শেখার মাধ্যমে"।[২]

---

১. দেখুন: আল-জুরজানীর "আত-তারিফাত"।

২. বুখারি এটি উল্লেখ করেছেন তাঁর সহিহে কারো নিসবত ছাড়াই, কিতাবুল ইলম, "জ্ঞান (ইলম) বলা ও কাজের আগে আসে" অধ্যায়ে। আবু আদ-দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ সূত্রে হাদিস হিসেবে এটি এসেছে তাবরানির 'আল-কবীর'-এ, (২০/২৫৮;) ও 'আল-আওসত'-এ (৬/২২৩) এবং ত্বারীখে বাগদাদ-এ (৯/১২৭)। শাইখ আলবানী একে 'হাসান' বলেছেন তাঁর "সিলসিলা

চিকিৎসক বলতে বোঝানো হয় সেই ব্যক্তিকে, যিনি রোগীদের চিকিৎসা করেন। এই শব্দটির মূল হলো "ত্বিব" (الطب), যার অর্থ—নরম ব্যবহার, দক্ষতা, নিপুণতা এবং কোনো বিষয়ে গভীর জ্ঞান।

এখানে আমরা "চিকিৎসক" বলতে বুঝাচ্ছি, একজন মুসলিম চিকিৎসক, যিনি রোগীদের চিকিৎসা করেন।

চিকিৎসা পেশার মর্যাদা/ফজিলত

চিকিৎসা পেশার রয়েছে অনেক বড় ফজিলত ও ইসলামেও অনেক গুরুত্ব।

এটি বোঝা যায় নিচের দিকগুলো থেকে:

(১) কোনো পেশার মর্যাদা বেশিরভাগ সময় নির্ভর করে তার বিষয়বস্তুর মর্যাদার উপর।

যেমন: সোনার গহনা তৈরির শিল্প (জুয়েলারি) ট্যানারি বা চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

এর কারণ হলো, জুয়েলারি শিল্পের বিষয়বস্তু হলো—সোনা ও রূপা, যা অধিক মূল্যবান ও সম্মানিত;

আর ট্যানারির বিষয়বস্তু হলো—মৃত পশুর চামড়া, যা তুলনামূলকভাবে কম মর্যাদার।

আবার কোনো পেশার মর্যাদা আসে তার উদ্দেশ্যের মর্যাদা দিয়ে। যেমন: রান্নার পেশা পরিচ্ছন্নতাকর্মীর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ, কারণ রান্নার লক্ষ্য হলো—মানবের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা, আর পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ হলো—বাথরুম/শয়ন স্থান পরিষ্কার করা।

কোনো পেশার আবার মর্যাদা আসে মানুষের কাছে তার প্রয়োজনীয়তা বেশি হওয়ার কারণে। যেমন: ফিকহ (ইসলামিক ল)—এর প্রয়োজন

আস-সহীহা" গ্রন্থে (হাদিস নং ৩৪২)।

চিকিৎসার ফজিলতের অন্যান্য দিক:

(২) চিকিৎসা একটি মহান ফজিলতপূর্ণ পেশা, কারণ এটি মানবজীবন সংরক্ষণ করে, আর এটি (জীবন রক্ষা করা) ইসলামি শরিয়তের প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তার (ضروريات الخمس) একটি, যেগুলো হলো:

ক- দ্বীন রক্ষা,

খ- জীবন রক্ষা,

গ- বিবেক/বুদ্ধি রক্ষা,

ঘ- বংশ/ইজ্জত রক্ষা,

ঙ- সম্পদ রক্ষা।

(৩) একজন চিকিৎসক মানুষের ক্ষতি প্রতিরোধে সাহায্য করে, ব্যক্তি ও সমাজ—দুয়ের কল্যাণে ভূমিকা রাখে।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"কোনো ক্ষতি করো না, ক্ষতির শিকারও হয়ো না।" (لا ضرر ولا ضرار)

(৪) চিকিৎসা হলো ভালো ও সৎ কাজে সহযোগিতার বড় একটি মাধ্যম, যা আল্লাহর আদেশ:

"তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো; আর গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করো না।" -(সূরা মায়িদাহ, ২)

(৫) একজন চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঔষধ গ্রহণের তথা চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশনার বাস্তবায়ন করে।

উদাহরণস্বরূপ, হাদীসে এসেছে: উসামা বিন শারীক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

বেদুঈনরা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা করব?"

তিনি ﷺ বললেন:"হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কারণ আল্লাহ এমন কোনো রোগ দেননি, যার চিকিৎসা তিনি নির্ধারণ করেননি—একটি ব্যতিক্রম ছাড়া।"

তারা জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কী?"তিনি ﷺ বললেন:"বার্ধক্য।"[৪]

চিকিৎসাশাস্ত্র শেখার বিধান

চিকিৎসাশাস্ত্র (তিব্ব) শেখা ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ, যদি সমাজের কিছু মানুষ এটি রপ্ত করে, তাহলে অন্যদের দায়িত্ব মাফ হয়ে যায়। তবে কেউই না শিখলে, সমগ্র সমাজ গুনাহগার হবে।

ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৫০৫ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন"-এর শুরুতেই, ফরযে কিফায়া বিষয়ক আলোচনায় বলেন:

"জেনে রেখো, ফরয জিনিসটি অন্যান্য জ্ঞানের থেকে আলাদা হয়ে ওঠে—তাদের শাখা ও প্রকারভেদ নির্ধারণের মাধ্যমে। আর জ্ঞান উদ্দেশ্যের দিক থেকে দুই ভাগে বিভক্ত—শরয়ী (ধর্মীয়) ও গয়রে শরয়ী।

আমি শরয়ী বলতে বুঝাচ্ছি—সেসব জ্ঞান, যা নবীদের মাধ্যমে এসেছে, যেগুলো মানুষের কেবল বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না। যেমন:

হিসাববিদ্যা (গণিত) — যা আসে কেবল চিন্তা থেকে,

চিকিৎসাশাস্ত্র (তিব্ব) — যা আসে অভিজ্ঞতা থেকে,

ভাষা — যা আসে শোনা ও ব্যবহার থেকে।

শরয়ী নয় এমন জ্ঞান আবার তিন প্রকার:

৪. হাদীসটি আবু দাউদ (৩৮৫৫), তিরমিজি (২০৩৮) ও ইবনে মাজাহ (৩৪৩৬) বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি একে হাসান সহীহ বলেছেন।

মুসলিম চিকিৎসকের আদব

আদব মানে হলো, উচ্চমানের নৈতিক গুণাবলি ধারণ করা।

এখানে আদব বলতে বোঝানো হচ্ছে: যেসব শিষ্টাচার ও আচরণ কোনো নির্দিষ্ট পেশাজীবী, -যেমন চিকিৎসক, লেখক, শিক্ষকের- জন্য আবশ্যক।

এই আদবগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে কখনো বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব), কখনো মানদুব বা উত্তম (مندوب)।

আর "মুসলিম চিকিৎসকের আদব" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: শরীয়তের আলোকে একজন মুসলিম চিকিৎসকের জন্য মুস্তাহাব আদবসমূহ। এগুলো অনেক; তবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো:

১. إخلاص বা অন্তরের পবিত্রতা ও নিয়তের বিশুদ্ধতা:

চিকিৎসক যেন তার এই কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াব কামনা করেন। তিনি যেন নিজের খ্যাতি, পারিশ্রমিক বা প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ না করেন। রাসূল ﷺ বলেন:

"নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে, আর প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তা-ই আছে, যা সে নিয়ত করেছে।"[৫]

২. কাজের নিপুণতা ও দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা:

চিকিৎসক যেন নিজের কাজকে সর্বোচ্চ দক্ষতা ও যত্ন সহকারে সম্পাদন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ করে, সে যেন তা ভালোভাবে করে।"[৬]

---

৫. সহীহ বুখারী/১ ও সহীহ মুসলিম/১৯০৭।

৬. মুসনাদে আবু ইয়ালা,(৭/৩৪৯); তাবারানী, আওসাত (১/২৭৫, তাহ: ইওয়াযুল্লাহ); বায়হাকী, শুআব (৪/৩৩৪); আলবানী হাসান লিগয়রিহি বলেছেন, সিলসিলা সহীহা ১১১৩ নং হাদিস।

نصيحة إلى طبيب مسلم
ضمن ضوابط شرعية يلتزم بها في عيادته

لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

মুসলিম চিকিৎসকের পথনির্দেশনা

(রোগী দেখতে আবশ্যকীয় শরয়ী নীতিমালা নিয়ে রচিত)

মুসলিম চিকিৎসকের পথনির্দেশনা

মূল: শায়খ মুহাম্মাদ আলী ফারকূস হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ: নাসরুল্লাহ তাওহীদ

চিকিৎসা বিদ্যার হাকিকত ও তার হুকুম

সকল প্রশংসা ও গুনগান একমাত্র আরশের অধিপতির, সালাত ও সালাম নিবেদন করছি তাঁরই মনোনীত বান্দা, শ্রেষ্ঠ নবী, রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদ মুসতফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

অত:পর,

চিকিৎসা বিদ্যা বলতে আমরা বুঝি– সুস্থতা ও অসুস্থতা ভেদে মানুষের শারীরিক অবস্থার উপর তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক জ্ঞান রাখাকে। আদতে যা গণিতের মতোই একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্যা বা শাস্ত্র হিসেবে পরিগণিত। কৃষিবিদ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রের মতো যাপিত জীবনের আবশ্যিক অংশ হিসেবে যেসব কর্ম ও পেশা মানুষের জন্য ফরযে কিফায়াহ, চিকিৎসাবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র সেগুলোর অন্যতম। ইমাম গাযালী ও ইবনে ক্বুদামা আল মাক্বদেসী রহিমাহুমাল্লাহ এই মত পোষণ করেছেন।[৩০]

তবে এই বিদ্যাটি তথা চিকিৎসা বিদ্যা স্থান, কাল, পাত্র ও বিভিন্ন সামাজিক অবস্থাভেদে ফরযে কিফায়াহ হয়ে থাকে। যে দেশের চিকিৎসকরা বিভিন্ন প্রকার শারীরিক রোগ নির্ণয় করে মানুষের রোগ নিরাময় করে থাকেন, তাদের জন্য ফরযে কিফায়াহ হলো, চিকিৎসাবিদ্যার সকল শাখায় পরিপক্কতা অর্জন করা এবং বিষয়টা একদম গভীর থেকে আয়ত্ত করা।

এটা সম্ভব হলে একসময় মুসলিম দেশগুলো চিকিৎসার ব্যাপারে কাফের ডাক্তারের 'করুণা' থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কোনো মুসলিম দেশে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকলেও ডাক্তারিবিদ্যা শেখা এবং শেখানোর প্রতি উৎসাহ দেয়া ও এটার সার্বজনীন চর্চা অব্যাহত রাখা উচিত, যাতে করে সর্বসাধারণের সেবা করে মানবতার কাঙ্ক্ষিত উপকার সাধন করা যায়। এই কারণেই উলামায়ে কেরামের লেখালেখিতে ও তাদের কথাবার্তায় আমরা চিকিৎসাবিদ্যা শেখার

৩০. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/১৬; মুখতাসারু মিনহাজিল ক্বসিদীন, ১৭ পৃষ্ঠা।

এবং রোগের কারণ নির্ণয় ও তার নীতিমালা জানিয়েছেন। পাশাপাশি তার ইন্টার্নি এবং বিভিন্ন কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তো আছেই। তার জ্ঞানগত দৃঢ়তা তার কাজের সূক্ষ্মতা ও সঠিকতার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হবে। আর এই সবগুলোই আল্লাহর অনুগ্রহ।

নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার অন্যতম ধরণ হলো: কৃতজ্ঞতা ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তার বদলা দেওয়া এবং এই কৃতজ্ঞতার ভাব যেন তার দ্বীনদারিতা, চালচলন ও আখলাকে ফুটে ওঠে। মোটকথা সালাফে সালেহীনের অনুকরণে তার যাবতীয় আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক বিষয়াবলীকে সাজাবে; যেসব আসলাফগণ কেবলমাত্র ইসলামের মৌল শিক্ষা, আদব ও শরীয়ত পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করার মাধ্যমেই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে উঠেছেন। এটার মাধ্যমে একদিকে যেমন শুকরিয়া জানানো হবে, অপরদিকে তেমনি তাওহীদের পূর্ণাঙ্গতা বাস্তবায়ন করবে।

উপরের এই আলোচনার মাধ্যমেই আমরা একজন মুসলিম ডাক্তারের পেশাগত জীবনে পালনীয় ও রোগী দর্শনের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণা পাই। এখন আমরা সেটাই আলোচনা করব।

রোগী দেখার নিয়মাবলী

রোগী দেখার ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসকের যেসব শারঈ নির্দেশনা একান্ত মেনে চলা উচিত, নিম্নে সেগুলো পয়েন্টভিত্তিক সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

১. ক্লিনিকে সালাতের জন্য বিশেষ কিছু জায়গা বরাদ্দ রাখতে হবে। যেখানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থা থাকবে। যেহেতু সালাত প্রত্যেক মুমিনের উপর একটি ফরজ ইবাদত এবং এটি দ্বীনের ভিত্তিমূল, তাই এর মর্যাদা ও মহত্ত্বের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ত্রুটি বা অবহেলা গ্রহনযোগ্য নয়।

২. ক্লিনিক বা হাসপাতালে এমন কোন পরিবেশ থাকা বৈধ নয়, যেখানে পুরুষ ও মহিলাদের বাধাহীন মিশ্রনের সুযোগ থাকে। অন্যথায় এতে

আর বসার প্রধান হচ্ছে কিবলামুখী হয়ে বসা।"[৩৯]

উপরন্তু এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, হসপিটালের শৌচাগার গুলো কোন দিক অভিমুখী করে বানানো হচ্ছে। কারণ এই ব্যাপারে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে যে, টয়লেট বা শৌচাগারগুলো মুসলমানদের কিবলামুখী যেন না হয়ে যায়। তাই হসপিটালের ভবন নির্মাণ করার সময় এই বিষয়টা জ্ঞানগোচরে রাখতে হবে । কারণ মুসলমানদের কিবলা সম্মান ও ভক্তির দিক, তাই সেই দিকে অভিমুখ করে এ ধরনের কিছু নির্মাণ করা যাবে না। হাদিসে তো রয়েছেই, "তোমাদের কেউ যখন শৌচাগারে যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং তার দিকে পিঠও না করে, বরং তোমরা পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে"। [৪০]

ডাক্তারের ব্যক্তিগতভাবে পালনীয় বিধিবিধান

একজন চিকিৎসকের ব্যক্তিগত এবং চরিত্রগত বিষয়ে শরীয়ত যে নির্দেশাবলী প্রদান করেছে সেটা সংক্ষেপে বলতে গেলে এভাবে বলা যেতে পারে—

প্রথমত: ডাক্তাররা তাদের নেমপ্লেট বা পরিচয়পত্রের মধ্যে নিজেদের পরিচায়ক শব্দ হিসেবে তারা 'ডাক্তার' অথবা 'চিকিৎসক' শব্দটি ব্যবহার করবে , 'হাকিম' শব্দটি ব্যবহার করবে না । কারণ শরীয়তে চিকিৎসকের ক্ষেত্রে হাকিম শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি বরং 'ত্ববীব' অর্থাৎ ডাক্তার শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। আর এ বিষয়টি আমি ফাতাওয়া ত্বিব্যিয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয়ত: একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম ডাক্তার এবং অন্যান্য মুসলমানগন যারা বিভিন্ন সম্মানজনক পেশায় কর্মরত আছেন তাদের ক্ষেত্রে উচিত হচ্ছে তারা যেন আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধর্মীদের সাথে কোনো প্রকার

৩৯. ত্ববারানী আওসাত/২৩৫৪, সিলসিলা সহীহাহ/২৬৪৫, হাসান।

৪০. বুখারী/১৪৪। [জ্ঞাতব্য যে, এই নির্দেশ মাদীনার বাসিন্দাদের জন্য। কারণ তারা মক্কা তথা কাবার উত্তরে। প্রকাশক]

إرشادات للطبيب المسلم

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

মুসলিম চিকিৎসকের গাইড

মূল: ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসায়মীন রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ: মুহাম্মাদ হুসায়নুল ওয়ালিদ প্রধান ও

ইয়াকুব বিন আবুল কালাম

কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

১. ইখলাসুন নিয়্যাহ (নিয়তের ক্ষেত্রে ইখলাস): আপনার কাজ-কর্ম গুলো যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়, অর্থসম্পদ ও সুখ্যাতির জন্য না হয়। বরং আপনার কাজ যেন এমন হয় যে, আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার মাধ্যমে যেন রোগীর কষ্ট ও যন্ত্রণা দূরীভূত হয় এবং যারা চিকিৎসা নিতে আসে, আপনি যেন তাদের জন্য কল্যাণকর কিছু করতে পারেন। সুতরাং, আপনার নিয়ত ইখলাস সম্পন্ন হলে আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে ও আরো বেশি কার্যকর হবে। এর বিপরীতটাও কিন্তু সত্য।

২. আল্লাহকে স্মরণ: আপনাদের অবশ্যই রোগীদের তাওবাহ ও ইস্তিগফার, বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ ও কুর'আন তিলাওয়াত করতে নসিহত করতে হবে। বিশেষ করে দুটি বাক্য যে বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "দুটি বাক্য এমন যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, মিজানের পাল্লায় অতি ভারী, আর আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয়। তা হলো, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ও সুবহানাল্লাহিল আযীম"।[৭১]

এই কথাটুকু বলতে রোগীর না কোনো কষ্ট হবে আর না তার জন্য এটা কঠিন। অতএব তার সময়টা যাতে জিকিরে কাটে, এজন্য তাকে এটা স্মরণ করিয়ে দেবেন।

৩. নাসিহাহ প্রদানে হিকমাহ: আপনি যদি দেখেন একজন রোগী মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে, তাহলে আপনার উচিত তাকে শাহাদাহ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) উচ্চারণে উৎসাহ প্রদান করা। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেনঃ "তোমরা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে "লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বূদ

"এবং যখন আমি অসুস্থ হই, তিনিই (আল্লাহ) আমাকে সুস্থ করেন।" [সূরা আশ-শু'আরা (২৬):, ৮০]

৭১. বুখারি/৬৪০৬, মুসলিম/৬৫১১ ।

প্রশ্ন-উত্তর পর্ব

প্রশ্ন-১: অনিচ্ছাকৃত মেডিক্যাল ভুলের ক্ষেত্রে ইসলামের হুকুম কি? বিশেষ করে ডাক্তার যখন কোনো প্রকার অবহেলা ও অবজ্ঞা না করে নিজের যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরেও রোগীর মৃত্যু হয়? আমি অনুরোধ করবো আপনি প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত উত্তর দিবেন। ডাক্তার কি এর জন্য গুনাহগার হবে? নাকি, তাকে এমন বিচারকের সাথে তুলনা করা হবে যিনি সর্বাধিক প্রচেষ্টার পরেও ভুল করেছেন? স্মর্তব্য যে, আমি (ডাক্তার হিসেবে) আমার শিক্ষা ও নিত্যনতুন বিষয়ে কোন প্রকার ফাঁক রাখি নি। জাঝাকুমুল্লাহু খাইরান।

উত্তর: প্রথমেই, আমি প্রশ্নকর্তা সহ অন্যদের বলতে চাই, আপনারা এভাবে প্রশ্ন করবেন না যে, "এ ব্যাপারে ইসলামি শারীয়াহর হুকুম কি?" কারণ, উত্তরদাতা ভুলও বলতে পারেন আবার সঠিকও বলতে পারেন। যেহেতু প্রশ্নটি ইসলামি শারীয়াহর সাথে সম্পৃক্ত, যদি উত্তরদাতা ভুল করেন, তাহলে বিষয়টি এমন হবে যে, হয়তো শারীয়াহতেই ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং, এর পরিবর্তে আপনারা বলুন, "এ বিষয়ে শারীয়াহর হুকুম সম্পর্কে আপনার মতামত কি? অথবা এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?" আপনাদের উচিত এ বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখা।

এবার চিকিৎসাগত ভুলের বিষয়টিতে আসা যাক।

প্রথম শর্ত হলো : তিনি কি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বা দক্ষতা সম্পন্ন?

অর্থাৎ, তিনি কি একাডেমিক ভাবে অথবা, প্রাক্টিক্যালি এ বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেছেন?

দ্বিতীয় শর্ত: "তিনি চিকিৎসার স্থানটি অতিক্রম করেছেন কি?" অর্থাৎ,

এটি যদি নির্ধারিত হয় যে, ক্ষতস্থানের চিকিৎসার জন্য এক টিপ পরিমাণ ছেদ যথেষ্ট, কিন্তু ডাক্তার ভুলে তা দ্বিগুণ করে ফেলেছেন, তাহলে তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আলিমগণ এটিকে অনিচ্ছাকৃত ভুল হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যদিও এর ফলে রোগীর মৃত্যু হয়। এ ক্ষেত্রে কিসাস ধার্য হবে না, তবে তাকে রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং, এখানে একটি পার্থক্য রয়েছে। যদি ক্ষতস্থানের নির্ধারিত জায়গায় চিকিৎসার সময় কোনো ভুল হয়, তাহলে এর জন্য কোনো হুকুম নেই। এ ক্ষেত্রে তিনি বিচারক অথবা ফকিহদের ন্যায়। আর ক্ষতস্থান অতিক্রম করলে, এটি অনিচ্ছাকৃত ভুল। কারণ, তিনি রোগীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেননি। আর এ মাসআলায় এটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি।

প্রশ্ন-২: ইল্ম অর্জনের ফজিলত সম্পর্কে একটি সুপরিচিত বিষয় হলো, তলিবুল ইল্মরা নবীদের ওয়ারিশ। আপনি দয়া করে বলুন, ডাক্তাররা কেমন প্রতিদান পাবেন? কারণ তারা রাত জেগে রোগীদের সেবা দেন এবং জ্ঞান অর্জন করে।

উত্তর: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ডাক্তাররাও তাদের কর্ম ও নিয়ত অনুযায়ী ফলাফল পাবেন। ডাক্তাররা তাদের নিজেদের জন্য চিকিৎসা শিখেন না, বরং তারা অন্যদের সুস্থ করতেই এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন।

এ কারণেই অনেক আলিম এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণকে ফরজে কিফায়া (কিছু লোক পালন করলে তা সকলের জন্য পালিত হয়, আর কেউ না করলে এর জন্য সকলেই গুনাহগার হয়) হিসেবে মতামত দিয়েছেন। মুসলিমদের মধ্যে ডাক্তার বিদ্যমান থাকা জরুরি প্রয়োজন। যেহেতু এই উম্মাহ ডাক্তারদের মুখাপেক্ষী, তাই তারা এটিকে ফরজে কিফায়াহ হিসেবে মতামত দিয়েছেন। যদি কোনো ব্যক্তি এই ফরয বিধান পালনের উদ্দেশ্যে এবং মানুষের কল্যাণ করতে এই পেশা গ্রহণ করে, তাহলে তিনি প্রচুর সওয়াবের অধিকারী হবেন।

পরিশিষ্ট - ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতীকসমূহ

পৌত্তলিকতার প্রতীকগুলো মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

সাপ এবং এর বিষ প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মন ও কল্পনাকে মুগ্ধ করেছে। কোনো প্রাণী সাপের মতো এতটা পূজিত এবং একই সঙ্গে তাচ্ছিল্যের শিকার হয়নি; এতটা ভালোবাসা পায়নি, আবার এতটা ঘৃণিতও হয়নি। সাপের প্রতি আকর্ষণের সাথে ভয়ের মূল কারণ নিহিত রয়েছে এর বিষের মধ্যে। সাপকে পূজা, জাদুকরী মিশ্রণ, ওষুধ এবং চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটি প্রেম, স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, ফার্মেসি, অমরত্ব, মৃত্যু এবং জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সুমের সভ্যতায় (খ্রিস্টপূর্ব ২৩৫০-২১৫০) দুটি সাপের নকশা দেখা যায়। গ্রীক পুরাণে (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-৪০০), চিকিৎসার "দেবতা" অ্যাসক্লেপিয়াসের মূর্তি, যিনি "ক্যাডুসিয়াস" (দুটি সাপ ও ডানাযুক্ত লাঠি) হাতে ধরে আছেন, এবং তাঁর কন্যা হাইজিয়া, স্বাস্থ্যের "দেবী", যিনি একটি সাপ ও পাত্র হাতে ধরে আছেন, যথাক্রমে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের প্রতীক হিসেবে তৈরি হয়েছিল। একটি সাপ ও একটি লাঠিযুক্ত ক্যাডুসিয়াস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক প্রতীক হিসেবে গৃহীত হয়েছে, এবং একটি সাপ ও পাত্র ইউরোপের ফার্মেসিগুলোর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাপের

পূজা প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীন মিসরে, সাপের নকশা হায়ারোগ্লিফে ব্যবহৃত হতো। চীনে, প্রায় ৩০ প্রজাতির সাপের শুকনো দেহ এখনও ঐতিহ্যবাহী চীনা ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এই প্রতীকগুলো এবং এর বিভিন্ন রূপ ফার্মেসি এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত স্থান যেমন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ব্যাপকভাবে দেখা যায়:

১. অ্যাসক্লেপিয়াসের লাঠিতে এপিডাউরাসের সাপ:

অ্যাসক্লেপিয়াস ছিলেন গ্রীক পুরাণের চিকিৎসার "দেবতা" এবং তাকে প্রায়শই একটি লাঠির চারপাশে একটি সাপ পেঁচানো অবস্থায় হাতে ধরে চিত্রিত করা হয়। প্রাচীন গ্রীসের সাথে যুক্ত হওয়ার অনেক আগে থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সাপ জ্ঞান, অমরত্ব এবং নিরাময়ের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

২. এপিডাউরাসের সাপ সহ হাইজিয়ার পাত্র:

এটি পূর্ববর্তী প্রতীকের একটি রূপভেদ। হাইজিয়া ছিলেন অ্যাসক্লেপিয়াসের কন্যা এবং স্বাস্থ্যের "দেবী" (যার নাম থেকে "হাইজিন" শব্দটি এসেছে)। হাইজিয়াকে প্রায়শই একটি পাত্র হাতে ধরে চিত্রিত করা হয়, যার সাথে তার শরীর বা বাহুর চারপাশে একটি সাপ পেঁচানো থাকে।

৩. ক্যাডুসিয়াস:

পশ্চিমা বিশ্বে উনবিংশ শতাব্দী থেকে দুটি সাপ ও একটি লাঠির প্রতীকটি চিকিৎসার (ফার্মেসির নয়) প্রতীক হিসেবে গৃহীত হয়েছে, এবং এটি সম্ভবত পূর্ববর্তী দুটি প্রাচীন প্রতীক থেকে উদ্ভূত। এই লাঠিটি ডানাযুক্ত হিসেবে চিত্রিত হয় এবং এটি রোমান পুরাণের মার্কারি বা গ্রীক পুরাণের হার্মিসের, যিনি "দেবতাদের" দূত হিসেবে পরিচিত।

﴿سُبۡحَانَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّٗا كَبِيرٗا﴾

“তিনি পবিত্র ও সর্বোচ্চ! তাদের মিথ্যা কথন থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।”-